আলমডাঙ্গায় ১৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও নারী নির্যাতনের মামলা

আলমডাঙ্গায় নারী নির্যাতন মামলা ও বিপুল অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগে চার আসামির বিরুদ্ধে আদালত সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ১৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ, জাল কাবিননামা তৈরি, শারীরিক নির্যাতন ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে চার জনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা আমলী আদালতে মামলা হয়েছে। সোমবার (৩ আগস্ট) ভুক্তভোগী তাসলিমা খাতুন (৩৪) এই মামলা দায়ের করলে আদালত মামলা গ্রহণ করে (সিআইডি) কে তদন্তের নির্দেশ দেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অভিযোগপত্র দেখে সিআইডিকে তদন্তের ভার দিয়েছেন আদালত।

মামলার আসামিরা হলেন- উপজেলার কুমারী গ্রামের কাজল আলীর ছেলে প্রধান আসামি আব্দুল্লাহ (৩০)।

একই এলাকার হারেজ আলীর ছেলে তার সঙ্গী দিপু (৪৫), মোছা. রুকসানা আক্তার শিরিন (৩৫) এবং নজরুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম (৩০) ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রধান আসামি আব্দুল্লাহর সঙ্গে তাসলিমা খাতুনের পরিচয় হয় এবং তিনি তাকে বিয়ের আশ্বাস দেন। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে আব্দুল্লাহসহ অভিযুক্ত আসামিরা নানা কৌশলে তার কাছ থেকে নগদ টাকা , গরু বিক্রি , জমি বিক্রি , স্বর্ণ বিক্রির টাকা ও সমিতি থেকে নেওয়া ঋণের অর্থসহ মোট ১৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন । পরে অভিযুক্তরা তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেয় এবং সেই স্বাক্ষর ব্যবহার করে জাল কাবিননামা ও অন্যান্য জাল কাগজপত্র তৈরি করে।

তাসলিমা খাতুন সাংবাদিকদের জানান, আসামিরা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ভুয়া বিয়ের পর আসামিরা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং

প্রতিবাদ করলে কয়েকজন নিজেদের মানবাধিকারকর্মী ও পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাকে ভয় দেখান। একপর্যায়ে তাকে মারধর করে সাদা কাগজে সই করানো হয়। থানায় অভিযোগ না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় তাকে। তিনি সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান ।

আদালত মামলাটির সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত সূত্র জানিয়েছে, তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পৃথক অভিযানে পাঁচজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী পৃথক অভিযানে সর্বমোট গ্রেফতার হয়েছে ০৫(পাঁচ) জন।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মোঃ আলমগীর হোসেন, সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।গত ৩রা আগষ্ট রাত সাড়ে ১০ টার সময় ডিউটি করা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৌরসভাধীন রেল স্টেশনের পূর্ব পার্শ্বে গণশোচাগারের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে রেজাউল হকের ছেলে মোঃ রাসেল (২৯) ও গোবিন্দপুর ঈদগাহ পাড়ার আনসার আলির ছেলে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
(৪১) এবং ফরিদপুর দোয়ারপাড়া গ্রামের উজ্জ্বল হোসেনের ছেলে মোঃ তুষার আহম্মেদ (২২) চার পিচ মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

অপর অভিযানে এসআই(নিঃ) মানিক কুমার শিকদার, মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্প, সংগীয় অফিসারসহ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।একই দিনে রাত ১০ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন নতিডাঙ্গা বাজার হতে গোয়ালবাড়ী গামী রোডস্থ জনৈক জিয়াউর রহমান এর চায়ের দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে অনুপনগর খালপড়ার গোলাম মোস্তাফার ছেলে মোঃ সোহেল রানা(২২) চার পিচ মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

অপর আর এক অভিযানে পিএসআই(নিঃ) কুশল প্রসাদ মন্ডল, সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান ডিউটি করা কালে আলমডাঙ্গা থানাধীন মুন্সিগঞ্জ এলাকা হতে তদন্ত প্রাপ্ত আসামি কাবিলনগর গ্রামের মৃত আফিজ উদ্দিনের ছেলে মিঠু মন্ডল কে আজ মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাকি ৪ আসামি মোঃ রাসেল, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ তুষার আহম্মেদ,মোঃ সোহেল রানা(২২) কে সামারি ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ঘুমানো অবস্থায় সাপের কামড়ে আব্দুল্লাহ (১২) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল্লাহ উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের আল আমিন জোয়ার্দ্দারের ছেলে। সে স্থানীয় ঘোলদাঁড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় আব্দুল্লাহকে সাপে দংশন করে। তবে অন্ধকারে সাপটি কোথাও দেখতে না পাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। বিষক্রিয়ায় কিশোরের শারীরে যন্ত্রণা শুরু হলে স্বজনরা তাকে প্রথমে গ্রামের এক কবিরাজের কাছে নিয়ে যান। কবিরাজ পরীক্ষা করে জানান, তাকে সাপে কাটেনি।

যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আব্দুল্লাহ ছটছট করতে থাকে। যন্ত্রণা আরও বাড়তে থাকলে তাকে দ্বিতীয় আরেকজন কবিরাজের কাছে নেওয়া হয়। তবে

সেখান থেকেও কোনো সমাধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কবিরাজি চিকিৎসার প্রভাবে হাসপাতালে নিতে দেরি হওয়ার এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানান। এদিকে সন্তানের এই মৃত্যুতে পরিবারে শোকের মাতম চলছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সাপের কামড় সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এন্টিভেরম ভ্যাক্সিন দিয়ে চিকিৎসা আওতায় আনতে হবে। সচেতনতার অভাবে এভাবে একজন পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অকালে ঝরে গেল,বিষয়টি এলাকাবাসী মেনে নিতে পারছে না।

আলমডাঙ্গায় জামাইয়ের ঘরবাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন শশুর

আলমডাঙ্গা খেজুরতলা গ্রামের রফিউদ্দিনের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন শশুর মুকুল হোসেন ও তার পরিবারের লোকজন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের খেজুরতলা গ্রামের মৃত রোমজান আলির ছেলে রফিউদ্দিন বিবাহ করেন একই গ্রামের সহিদুল ইসলামের মেয়ে ছনিয়া খাতুন কে।

দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার কারনে ছনিয়া খাতুন এক ইতালি প্রবাসীর সঙ্গে অজানার উদ্দেশ্য পাড়ি জমিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত থানায় বিচার শালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি হয় এবং ছনিয়া খাতুন ইতালি প্রবাসীর কাছে থেকে যায়।

মালোয়েশিয়া প্রবাসী রফিউদ্দিন বাড়ি এসে একই গ্রামের মুকুল হোসেনের মেয়ে রিমা খাতুন কে বিবাহ করেন।

বিবাহের একবছরে মাথায় রফিউদ্দিন আবার প্রথমা স্ত্রী ছনিয়া খাতুন কে আবার পুনরায় বিবাহ করে ঘরে তোলেন।এই ঘটনায় গ্রামবাসী থেকে শুরু করে দ্বিতীয় স্ত্রী রিমার খাতুনের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনরা

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

রবিবার সকাল ১০ টার সময় মাটিকাটা এস্কেভেটর দিয়ে রফিউদ্দিনের বাড়িঘর ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘরবাড়ি ভাঙার দৃশ্য গ্রামবাসীরা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখতে থাকেন।

এ বিষয়ে গ্রামের মানুষ রফিউদ্দিনের অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতি ঘৃণাপ্রষণ করেন। তারা বলেন, মুকুলের মেয়ে অতিভদ্র,নম্র প্রকৃতির মেয়ে। তার জীবনটা এভাবে রফিউদ্দিন শেষ করে দিয়েছে। তার যথাযথ শাস্তি হওয়া উচিত।

নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বোরহান উদ্দিন মেম্বার বলেন, মুকুল হোসেনের মেয়ে অতিভদ্র ও অমায়িক একটা সভ্য মেয়ে।তার জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা উচিত হয়নি। ক্ষোভে কারনে এইভাবে ঘরবাড়ি না ভেঙে আইনি পদক্ষেপ নিলে ভাল হতো।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, ঘটনা সমন্ধে অবগত আছি।অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক আইন অনুযায়ী ব্যাবস্থা করা হবে।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহবধূর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় রাইস কুকারের প্লাগ সংযোগ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সকালে রান্না করার সময় রাইস কুকারের প্লাগ সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাহারন খাতুন (৪৫) নামের এক গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২ আগস্ট) সকালে উপজেলার আসাননগর গ্রামে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত সাহারন খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের মাসুদ আলীর স্ত্রী।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে প্রতিদিনের মতো ভাত রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সাহারন খাতুন। এ সময় রাইস কুকারের বৈদ্যুতিক প্লাগটি সকেটে লাগাতে গেলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ পর পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যুর এই ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হলে ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিক মুস্তাকিম নিহত

আলমডাঙ্গার হাকিমপুর ছাদ ঢালাইয়ের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণশ্রমিক মুস্তাকিম নিহত হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের হাকিমপুর গ্রামে নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. মুস্তাকিম (২০) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুস্তাকিম হাকিমপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ রহমানের ছেলে এবং রাজমিস্ত্রির হেলপার হিসেবে কাজ করতেন।

স্থানীয় সূত্র জানায় , তিওরবিলা গ্রামের সোহাগ আলীর নির্মাণাধীন বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলাকালে সময় পাশ দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। গুরুতর আহত অবস্থায় নির্মাণশ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। মরদেহের আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিহতের মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১৩ জন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, গাঁজা ও মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। তাদের মধ্যে ছয়জনকে সামারি ট্রায়ালের জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দুটি মাদক মামলার চারজন, পুলিশ আইনে একজন এবং দুটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত থেকে গত বুধবার ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়গড়ি গ্রামের ফয়সালের ছেলে শুভ আলী খান (২১), মেহেরপুরের রাজনগর গ্রামের সেলিম আলীর ছেলে রাসেল রানা (৩০), রাজনগর শেখপাড়ার আলাউদ্দিনের ছেলে অন্তর আলী (২৩), গোবিন্দপুর হরিতলার কার্তিক সাধুখাঁর ছেলে শুভংকর সাধুখাঁ (২১), জেহালা মিলপাড়ার মোহন চৌধুরীর ছেলে রাসেল চৌধুরী (২৯), আসমানখালী নান্দবার মাঠপাড়ার আলিম মিয়ার ছেলে হাবিবুর রহমান (৩৩), গড়গড়ি গ্রামের পালপাড়ার গোলাম খানের ছেলে হাসান (৩৭), মুন্সিগঞ্জ গ্রামের স্টেশনপাড়ার আনছার আলীর ছেলে শান্ত (৩৩), জেহালা অঘোরনাথপাড়ার মিজানুর রহমানের ছেলে মুজিবুর রহমান ওরফে লাল মিয়া (৩২), একই গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে সজল

হোসেন (৩০), গোপালদিয়াড় গ্রামের মৃত মাহমুদ আলীর ছেলে শাহিদুল ইসলাম (৩২), নান্দবার গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে নুরুল ইসলাম
(৬০) এবং একই গ্রামের রিন্টু (৩৫)।

পুলিশ জানায়, পাঁচকমলাপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মো. ইমরান হাসানের নেতৃত্বে খাদিমপুর ইউনিয়নের বানাতখাল মোড়ে অভিযান চালিয়ে শুভ আলী খান, রাসেল রানা ও অন্তর আলীকে ৮টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়। অপরদিকে, এসআই শাহরিয়ার হুসাইন রুবেলের নেতৃত্বে পৌরসভার মিয়াপাড়ায় অভিযান চালিয়ে শুভংকর সাধুখাঁকে ১০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করা হয়।

একই রাতে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মানিক কুমার শিকদার জেহালা মিলপাড়ায় অভিযান চালিয়ে রাসেল চৌধুরীর বাড়ি থেকে মাদক সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করে তাকে গ্রেপ্তার করেন। এছাড়া বড়গাংনী পুলিশ ক্যাম্পের এসআই সৈয়দ আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে নান্দবার মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে হাবিবুর রহমানকে ৫টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

এ ছাড়া চলমান মাদক মামলায় হাসান, শান্ত, মুজিবুর রহমান (লাল মিয়া) এবং সজল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পৃথক অভিযানে একাত্তর মোড় এলাকা থেকে শাহিদুল ইসলামকে পুলিশ আইনে আটক করা হয়। একই সময়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত নুরুল ইসলাম ও রিন্টুকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্যাপেন্টাডল ও গাঁজাসহ গ্রেপ্তার হওয়া শুভ আলী খান, রাসেল রানা, অন্তর আলী, শুভংকর সাধুখাঁ, রাসেল চৌধুরী এবং হাবিবুর রহমানকে সামারি ট্রায়ালের জন্য আদালতে পাঠানো হয়েছে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান নিয়মিত চলছে। মাদক বিক্রি, বহন, সেবন বা কারবারে জড়িত কাউকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

আলমডাঙ্গার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজে অনিয়মের অভিযোগে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, কলেজ তহবিলের অর্থ ব্যবহারে অসঙ্গতি এবং বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে উপজেলা প্রশাসন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তারের নির্দেশে গঠিত এ কমিটি আগামী ৩ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় কলেজে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবে।

গত বুধবার (২৯ জুলাই) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জারি করা এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়। নোটিশে উল্লেখ করা হয়, গত ২০ জুলাই ইউএনওর ৯৪৫ নম্বর পত্রের আলোকে কলেজের অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির সদস্যদের বিরুদ্ধে কলেজ তহবিলের অর্থ ব্যবহারে অনিয়ম এবং বাংলা বিভাগে আরলিজা খাতুনকে নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. মাসুদ হোসেন পলাশকে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক সদস্যসচিব এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলাউদ্দিন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

নোটিশে তদন্ত কমিটিকে নিরপেক্ষভাবে অভিযোগ যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিয়োগসংক্রান্ত সব মূল নথি, গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণী, রেজুলেশন, হাজিরা রেজিস্টার, হিসাবপত্র, ভাউচার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বেতন-সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ প্রয়োজনীয় সব নথি প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া অভিযোগকারী, অভিযুক্ত, বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে উল্লেখিত আরলিজা খাতুন, কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী এবং গভর্নিং বডির সদস্যদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থেকে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নথি বা সহযোগিতা না পেলে তা তদন্ত প্রতিবেদনে

উল্লেখ করা হবে বলেও নোটিশে জানানো হয়েছে।

এর আগে কলেজে আরলিজা খাতুন নামে এক শিক্ষকের নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগে বলা হয়, হাজিরা খাতায় তাঁর নাম বা স্বাক্ষর নেই, অনেক শিক্ষক-কর্মচারী তাঁকে চেনেন না এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও অনিয়ম হয়েছে। এসব অভিযোগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়োগসংক্রান্ত নথি দেখাতে পারেননি কলেজের অধ্যক্ষ আবু নাসির। হাজিরা খাতায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের স্বাক্ষর না থাকার বিষয়েও তিনি সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

সংবাদ প্রকাশের পর উপজেলা প্রশাসনের তদন্ত কমিটি গঠনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন স্থানীয়রা। এখন তদন্তে অভিযোগের সত্যতা কতটা প্রমাণিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেদিকেই নজর সংশ্লিষ্টদের।

আলমডাঙ্গার হোসেনপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রবাসফেরত যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হোসেনপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তুহিন (৩০) নামে এক প্রবাসফেরত যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২টার দিকে নিজ বাড়িতে টিউবওয়েলের পানির মোটর মেরামত করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তুহিন আইলহাঁস ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে বাড়ির টিউবওয়েলের সঙ্গে সংযুক্ত পানির মোটরটি হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। মোটরটি মেরামতের সময় তুহিন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এক প্রতিবেশী দ্রুত মেইন সুইচ বন্ধ করে তাকে উদ্ধার করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের স্ত্রী ফিরোজা খাতুন জানান, মোটরটি চালু না হওয়ায় তুহিন নিজেই সেটি মেরামতের চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, তুহিন দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে কর্মরত ছিলেন। প্রায় দুই বছর আগে তিনি দেশে ফেরেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও চার বছর বয়সী একমাত্র কন্যা সন্তান তানহাকে রেখে গেছেন।

তুহিনের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল চত্বরে স্ত্রী, মা ও স্বজনদের আহাজারিতে হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

আলমডাঙ্গায় চারজন মামলার আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে চারজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) আমিনুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় রাত্রীকালীন কিলো-০৪ ডিউটি করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা পৌরসভার ক্যানেলপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় মনিরুল ইসলাম মনির বেকারির সামনে প্রকাশ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে সাধারণের শান্তি বিনষ্ট ও বিরক্তিকর আচরণ করার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা ক্যানেলপাড়ার মৃত সাঈদ মোল্লার ছেলে মো. আল আমিন (২৯) এবং একই এলাকার মৃত সুবোল বিশ্বাসের

ছেলে সঞ্জয় কুমার (৩৩)। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া পূর্বের একটি মামলার আসামি আলমডাঙ্গা রাধিকাগঞ্জ এলাকার মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে মো. লিয়ন (২৫) এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি আলমডাঙ্গা উপজেলার শ্রীরামপুর মাঠপাড়া গ্রামের খোকার ছেলে মিলনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত চারজনকেই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।